খণ্ড ২, সংখ্যা ২ ভাবনগর এপ্রিল ২০১৫
Vol. 2, No. 2 BHABNAGAR April 2015

প্রাচ্য ও বঙ্গ-সংস্কৃতি চর্চায় ইয়াংকী বণিক

সিরাজুল ইসলাম

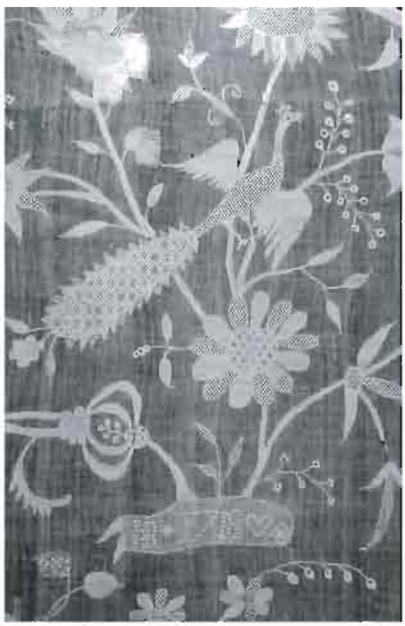

বাংলার মসলিন, যা ইয়াংকী বণিকদের পছন্দের সামগ্রী ছিল

Oriental and Bengali Culture practices by Yankee Merchents

Sirajul Islam

Abstract

This article identifies the Yankee as Americans. The six states of North-Eastern America are known as New England. The states are Connecticut, Main, Massachusetts, New Hampshire, Road Island and Vermont. The majority of white people of this region are British. This region is recognized as separate Administrative zone. The inhabitants of this region are Yankee. Several western naval-nations, for colonial and commercial causes, moved towards the Bay-of-Bengal regions in 17th and 18th centuries. The last nation who came here was known as Yankee who was the Merchants from New England in America. In the following year of the independence, at the end of 1784, the Yankee by a trade-ship called United States arrived in the Bay-of-Bengal region. Afterwards, the trade relation between Bengal and USA gradually boosted up. Many of these American Merchants individually became interested in collecting the souvenirs of the ancient civilization. They collected Asian, especially Indian historic, socio-cultural and religious examples and preserved in their personal porches and later built various museums for proper preservation of the pieces. For example, the American Merchants jointly built a Museum on East in the city of Salem in New England, which is at present the biggest American museum for Eastern culture. Its name was Salem East India Marine Museum which is renamed as Peabody Essex Museum at East India Square, Salem. In addition, there are a number of small and big museums and galleries on Bengal in the port cities of New England, set by the contemporary Yankee Merchants. Moreover, a number of archives and other different institutes under some universities specifically in Harvard and Yael University which are still less talked about.

খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতক থেকে ভৌগোলিক আবিষ্কার ও তৎপরবর্তী প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মধ্যে প্রথম ব্যবসায়িক সম্পর্ক ও পরবর্তীতে এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র স্থাপন প্রভৃতি ঘটনা—বিদ্যমান বিশ্ব অর্থনীতি ও মানব সম্পর্ককে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। এ প্রভাব বিস্তারে একটি সাধারণ উপাদান ছিল প্রাচ্যবাদ (Orientalism) চর্চা। প্রাচ্যদেশে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অনুষঙ্গ হিসেবে প্রাচ্য চর্চা ছিল অবধারিত। তবে এর ব্যত্যয় দেখতে পাই মার্কিনীদের মধ্যে। স্বাধীনতা লাভের পরপরই বঙ্গোপসাগরীয় এলাকায় মার্কিন বণিকদের আগমন ছিল কেবলই বাণিজ্যিক কারণে।[১] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার ইয়াংকী বণিকদের প্রাচ্যে বাণিজ্য করার অনুমতি প্রদান করে এ শর্তে যে, তাঁরা কোনো অজুহাতেই সেখানে কোনো ঔপনিবেশিক বা অন্য কোনো রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। ইউরোপের বিভিন্ন বাণিজ্যগোষ্ঠী কর্তৃক প্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে প্রাচ্যবিদ্যা।[২] মূলত, ইউরোপীয় বিভিন্ন একচেটিয়া কোম্পানি কর্তৃক প্রাচ্যে ঔপনিবেশিক প্রভাব বিস্তারের প্রয়োজনেই শুরু হয় প্রাচ্যবিদ্যার চর্চা, বিশেষ করে প্রাচ্য ভাষা চর্চা। তাই লক্ষ্য করি, প্রাচ্যবিদ্যার প্রথম ধ্বজাধারী হচ্ছে বিভিন্ন পাশ্চাত্য বণিক গোষ্ঠী। এঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় ইউরোপের প্রতিটি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয়—প্রাচ্য চর্চার নানাবিধ প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে প্রাচ্য ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিষ্ঠান। এ ধারার একমাত্র ব্যত্যয় দেখতে পাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রাচ্য চর্চার বেলায়। মার্কিন বণিকগণ ব্যক্তিগতভাবে ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যে অবতীর্ণ হলেও সমষ্টিগতভাবে তাঁরা প্রাচ্য ভাষা ও সভ্যতার নানা উপাত্ত সংগ্রহ করেন এবং এক পর্যায়ে তাঁরা সম্মিলিত হয়ে স্থাপন করেন প্রাচ্য বিষয়ক জাদুঘর ও অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান। উল্লেখ্য যে, প্রাচ্যদেশে বাণিজ্য পরিচালনার জন্য মার্কিন বণিকগণ ইউরোপীয় ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির আদলে আমেরিকায়ও একটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি স্থাপনের প্রস্তাব করেন। কিন্তু কংগ্রেস সে প্রস্তাব বাতিল করে দেয় এ যুক্তিতে যে, এক দেশের ওপর আরেক দেশের একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার স্থাপন মার্কিন রাজনৈতিক আদর্শের পরিপন্থী। অতএব, 'একচেটিয়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' স্থাপনের পরিবর্তে কংগ্রেস তাঁদেরকে ব্যক্তিগতভাবে প্রাচ্যে বাণিজ্য পরিচালনার অনুমতি প্রদান করে।[৩] শর্ত থাকে এই যে, মার্কিনী বণিকগোষ্ঠী প্রাচ্যে কোনো ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বা অন্য কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।[৪] তবে, কংগ্রেসের ঐ প্রস্তাবে বণিকদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রাচ্য চর্চায় কোনো বাধা আরোপ করা হয়নি।

মার্কিন বণিকদের অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে প্রাচ্য সভ্যতার নিদর্শন সংগ্রহে লিপ্ত হন। তাঁরা এশিয়ার, বিশেষ করে ভারতের ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় নিদর্শন সংগ্রহ করে তা প্রথমে তাঁদের নিজস্ব সংগ্রহশালায় জমা রাখেন এবং ক্রমশ এগুলির যথাযথ সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন জাদুঘর নির্মাণ করেন। যেমন, নিউ ইংল্যান্ডের সেলেম শহরে মার্কিন বণিকগণ যৌথভাবে একটি প্রাচ্য বিষয়ক জাদুঘর স্থাপন করেন–যা কিনা বর্তমানে প্রাচ্য সংস্কৃতি বিষয়ে আমেরিকার একটি অন্যতম এবং সর্ববৃহৎ জাদুঘর। নাম পিবডি মিউজিয়াম। এ জাদুঘরের প্রয়োজনে বরাদ্দ করা বিশাল জায়গাটির নাম দেয়া হয় ইন্ডিয়া স্কোয়ার–যা এখনো বিদ্যমান। এ ছাড়াও নিউ ইংল্যান্ডের বিভিন্ন বন্দর নগরীতে রয়েছে সমকালীন ইয়াংকী বণিকদের বঙ্গ বিষয়ক প্রতিষ্ঠিত ছোট বড় বেশ কয়েকটি জাদুঘর ও সংগ্রহশালা। তা ছাড়া নিউ ইংল্যান্ডের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিশেষ করে হার্ভার্ড ও ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে সমকালীন যুগে স্থাপিত হয়েছে প্রাচ্য সভ্যতা বিষয়ক অনেক আরকাইভস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যা এখনো কোনো আলোচনায় আসেনি। মূলত এ সমস্যাটিই বর্তমান প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

সতেরো ও আঠারো শতকে পাশ্চাত্যের যেসব নৌ-জাতি ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক কারণে বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে আগমন করেছিল তাদের মধ্যে সর্বশেষ জাতি ইয়াংকী নামে অভিহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইংল্যান্ডের বণিকেরা।[৫] স্বাধীনতা লাভের পরের বৎসরই অর্থাৎ ১৭৮৪ সনের শেষ নাগাদ ইয়াংকীরা ইউনাইটেড স্টেটস নামের একটি বাণিজ্যিক জাহাজ নিয়ে বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে এসে উপস্থিত হয়। এরপর থেকে বাংলা এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাংলায় তাদের বাণিজ্য এত দ্রুত বৃদ্ধি পায় যে, পনেরো বছরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র কলকাতা বন্দরের মোট ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণে খোদ ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সমকক্ষ হয়ে উঠে।[৬] উল্লেখ্য, তখন ইউরোপ ও এশিয়ার প্রতিটি বাণিজ্যিক দেশ ছিল কলকাতা বাণিজ্যে সক্রিয়। আমেরিকার জন্য কলকাতা বাণিজ্যের বার্ষিক নিট মুনাফা ছিল এতই ব্যাপক এবং ক্রমবর্ধমান যে, অচিরেই এর যুগান্তকারী প্রভাব পড়ে নিউ ইংল্যান্ডের সার্বিক অর্থনীতিতে।[৭] ১৮১৯ সনে সেলেমের বঙ্গ-বণিকেরা মার্কিন সিনেটকে এক স্মারকপত্রে জানান যে, মার্কিন শিল্পবিপ্লবের নেপথ্যে রয়েছে কলকাতা বাণিজ্য থেকে আসা বিপুল মুনাফা। স্মারকপত্রের ভাষায়, মার্কিনীদের কলকাতা বাণিজ্যই সর্ব প্রথম আমেরিকায় বাণিজ্যিক পুঁজির বিকাশ ঘটিয়েছে। পুঁজি ছাড়া বাণিজ্য, পণ্যোৎপাদন ও সেবা প্রদান সম্ভব নয়। পুঁজি সৃষ্টি ও এর উৎপাদনশীল বিনিয়োগের জন্য অভূতপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করেছে আমেরিকার কলকাতা বাণিজ্য। এর ফলেই মার্কিন দেশে সর্বপ্রথম শুরু হয় পুঁজিবাদ বিকাশের যাত্রা। পুঁজিবাদ বিকাশের ফলে কৃষি পণ্যের চাহিদা ও তদ্‌প্রসূত আয় অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এরই ফলশ্রুতিতে কৃষি খাতেও পুঁজির বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। মানতে হবে, পুঁজির বিকাশসহ কলকাতা বাণিজ্যের নানাবিধ অনুকূল প্রভাবের ফলেই আমেরিকা এখন বিশ্বের একটি অন্যতম বড় নৌ-বাণিজ্যিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে।"[৮] বঙ্গ-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে যে পুঁজিপতি শ্রেণিটির উত্থান দেখতে পাই তাঁদেরই পুঁজিবিনিয়োগের ফলে আমেরিকায় ঘটলো পৃথিবীর দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব।[৯] এই বিপ্লবের নেতৃত্ব দেন 'বোস্টন এসোসিয়েটস' যারা ছিলেন আমেরিকায়

শিল্পবিপ্লবের পথিকৃৎ।[১০] এ গোষ্ঠীর সবাই ছিলেন কলকাতা বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। লক্ষনীয় যে, এই নব্য পুঁজিপতি শ্রেণির প্রায় সবাই ছিলেন শিক্ষিত এবং প্রাচ্য সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাঁরা ১৭৯৯ সনে সেলেমে ইস্ট ইন্ডিয়া মেরিন সোসাইটি নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এর বিভিন্ন লক্ষ্যের মধ্যে একটি ছিল ব্যবসার পাশাপাশি প্রাচ্য সংস্কৃতি সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা। এ উদ্দেশ্যে প্রাচ্যগামী প্রত্যেক ব্যবসায়ী ও নাবিকের ওপর নির্দেশ থাকতো তাঁরা যেন প্রত্যেকেই বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও সংগ্রহ নিজস্ব দিনপঞ্জিতে অন্তর্ভুক্ত করেন।[১১] তাঁদের ওপর আরো নির্দেশ ছিল তাঁরা যেন তাঁদের নিজস্ব জার্নাল, ডায়েরিসহ, প্রাচ্য বিষয়ক গ্রন্থ, ভাস্কর্য, শিল্পকর্ম সংগ্রহ করে নিউ ইংল্যান্ডের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, জাদুঘর ও গ্রন্থাগারে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে দান করেন। এ কর্তব্য পালন ছাড়াও তাঁরা নিজেরাও সম্মিলিত হয়ে সেলেমে স্থাপন করেন একটি প্রাচ্যচর্চার প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে প্রাচ্য সভ্যতা-সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণার জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া মেরিন মিউজিয়াম একটি অন্যতম বড় প্রতিষ্ঠান। ১৭৯৮ সন থেকে ১৮৪০ সন পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া মেরিন মিউজিয়ামে প্রতি বছর একটি দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য প্রাচ্যমেলার আয়োজন করা হতো। এ বার্ষিক মেলায় ১৮৩০ সন পর্যন্ত প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্টসহ বিভিন্ন জাতীয় নেতা। ১৮৩০ এর দশক পর্যন্ত মূলত ইয়াংকী বণিকরাই মার্কিনী একাডেমিশিয়ান ও লেখকদের তথ্য উপাত্ত দিয়ে প্রাচ্য চর্চায় উৎসাহী করে তোলেন।

১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকার ইয়াংকী বণিকদের প্রতিষ্ঠিত পিবডি এক্সেস মিউজিয়াম
এখানে বাংলা হতে সংগৃহীত প্রায় দুই শত বছর আগের নানা ধরনের শিল্পসামগ্রী সংরক্ষিত রয়েছে

মার্কিন প্রাচ্যবাদের বিকাশ

সদ্য স্বাধীন মার্কিন বণিকরা যখন বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভারত মহাসাগরের পথে যাত্রার প্রস্তুতি শুরু করে তখন এ প্রকল্পের সাফল্য নিয়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনেক সংশয় ছিল। কেননা, মার্কিনীদের কাছে ভারত মহাসাগর ছিল একটি অজানা এলাকা। তদুপরি, তাঁদের হাতে পুঁজিও সীমিত। আরো সীমিত তাঁদের অভ্যন্তরীণ বাজার।[১৫] ১৭৯০ সনে মার্কিন জনসংখ্যা ছিল মাত্র সাড়ে তিন মিলিয়ন। যাহোক, ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যে মার্কিন কংগ্রেস আপত্তি দেয় আরেকটি প্রধান কারণে। ইউরোপীয় মার্কেনটিলিস্ট বা একচেটিয়া বাণিজ্য অর্থনীতির অভিজ্ঞতায় আশঙ্কা করা হয়েছিল যে, বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রতিযোগিতার পরিবেশে আন্তর্জাতিক যুদ্ধবিগ্রহ অবশ্যম্ভাবী। এসব কারণে এক পর্যায়ে ভারত মহাসাগর বাণিজ্য প্রকল্প মার্কিন কংগ্রেস কর্তৃক বাতিল করে দেবার ওপর বিতর্ক চলছিল। ঐ বিতর্কে মতামত দেন ইয়েল ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, সেমিটিকস বিশেষজ্ঞ প্রফেসর এজরা স্টাইল (১৭২৭-১৭৯৫)। তিনি তাঁর দুই বন্ধু প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন ও বেনজামীন ফ্রাংকলীন উভয়কে ভারত বাণিজ্যের অনুকূলে তাঁর যুক্তি তুলে ধরেন। তিনি মনে করেন যে, মার্কিন-ভারত বাণিজ্য শুধু পণ্যের লেনদেন নয়, এ বাণিজ্যে নিহিত থাকবে মানব সভ্যতা বিষয়ে জ্ঞানের লেনদেনও। স্টাইল-এর ভাষায় "ভারত বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে আমেরিকা সর্বপ্রথম নিজ গৃহ থেকে বিশ্বাঙ্গনে অনুপ্রবেশ করবে। প্রথমবারের মতো মার্কিন জাহাজ পাড়ি জমাবে প্রাচ্য জগতে। এর মাধ্যমে ঐ অজানা জগতে পরিচিত হবে সদ্য স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র। এর ফলে বিশ্বের পূর্ব গোলার্ধে উড়তে দেখা যাবে আমেরিকার ডোরাকাটা পতাকা। মার্কিন পতাকা উড়তে দেখা যাবে বাংলায়, গঙ্গায়, সিন্ধু ও চীনে। এর বিপরীতে বাণিজ্যের বিনিময় প্রক্রিয়ায় আমেরিকা লাভ করবে মুনাফার পাশাপাশি প্রাচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক তথ্য।"[১৬] স্টাইলস মনে করেন যে, ইউরোপীয় বাণিজ্যিক দেশগুলি যদি প্রাচ্যের সান্নিধ্যে এসে তাদের স্বস্ব দেশের অর্থনীতি ও সাহিত্য সংস্কৃতিতে নতুন উপাদান যোগ করে বিশ্ব সভ্যতার বিকাশে অবদান রাখতে পারে, তা হলে মার্কিনীরাও বাণিজ্যের পার্শ্ব ফসল হিসেবে প্রাচ্য সভ্যতা থেকে অনুরূপ সুফল লাভ করতে পারে। যাহোক, অনেক যুক্তিতর্কের পর অবশেষে মার্কিন কংগ্রেস এশিয় বাণিজ্যের অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তবে শর্ত থাকে এই যে, ইউরোপীয় আদলে তাঁরা কোনো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করতে পারবে না। ১৭৮৪ সন থেকে মার্কিন জাহাজ বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলে আসতে শুরু করে, তবে বাংলার সঙ্গে মার্কিন বাণিজ্য নিয়মিতভাবে শুরু হয় ১৭৯০ সন থেকে।

মার্কিনী ও বাঙ্গালির সংশ্লেষ

প্রশ্ন করা যায় মার্কিনীরা কলকাতার সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপনের আগে বাংলার সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ ছিল কিনা। থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। যেখানে ব্যাপক আকারে এবং নিয়মিত পণ্য যাবে সেখানে বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষও যেতে পারে। যেমন—আঠারো শতকে 'আয়া' পেশার অসংখ্য বাঙালি নারী বৃটেনে কর্মরত ছিলেন। একই সময়ে বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন পর্যটকও বৃটেন পরিভ্রমণ করেছেন। এদের কেউ কেউ

কলকাতায় মার্কিন বণিক

ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনার সুবিধার্থে ইতিপূর্বে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এদেশে আগত প্রতিটি পাশ্চাত্য বণিক গোষ্ঠী সরকার থেকে স্থায়ী ইজারা নিয়ে এক বা একাধিক বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেছে। অধিকাংশ কুঠি পরবর্তীতে স্থায়ী ঔপনিবেশিক বসতিতে রূপান্তরিত হয়েছে, যেমন কলকাতায় ইংরেজদের বসতি, চন্দন নগর ফরাসীদের বসতি, হুগলীর অদূরে চুচুড়ায় ওলন্দাজদের বসতি, ইত্যাদি। স্থায়ী বাণিজ্য বসতি স্থাপন এবং বসতিকে সময়মতো ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে পরিণত করার ঐতিহ্য থেকে বেরিয়ে আসে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিউইংল্যান্ডের ইয়াংকীরা কোনো ঔপনিবেশিক বসতি স্থাপন করবে না এবং কোনো যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হবে না, এ শর্তেই কংগ্রেস ইয়াংকী বণিকদের ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বাণিজ্য করার অনুমতি প্রদান করে।

১৭৯৫ সন থেকে কলকাতা বন্দরের বার্ষিক আমদানি রপ্তানি বিষয়ে দেশভিত্তিক তুলনামূলক পরিসংখ্যান প্রকাশ করা শুরু হয়। ঐ পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ইয়াংকী বণিকরা কলকাতা বন্দরের আমদানি রপ্তানির পরিমাণে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অচিরেই বঙ্গোপসাগর বাণিজ্যে বৃটেন ছাড়া অন্যান্য সকল ইউরোপীয় দেশকে অতিক্রম করে যায়।

বিস্ময়কর ব্যাপার, যে ইয়াংকীরা মাত্র সামান্য পুঁজির ওপর ভর করে একটিমাত্র মাঝারি আয়তনের জাহাজ নিয়ে ১৭৮৫ সালে কলকাতার আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় অংশগ্রহণ করে এবং ১৭৯৫ সন পর্যন্ত যাদের পুঁজির বেশির ভাগই ছিল তাদের স্থানীয় বানিয়াদের নিকট থেকে সূদে ধার করা, পরবর্তী এক দশকের মধ্যে তাদের বাংলা-বাণিজ্য এমনই বিস্তার লাভ করে যে, কলকাতা বন্দরের দেশভিত্তিক আমদানি রপ্তানি হিসেবে ১৭৯৫ থেকে ১৮০৫ সনের মধ্যে মার্কিনীরা বৃটেন ছাড়া কলাকাতা বাণিজ্যে লিপ্ত বাকী সব ইউরোপীয় দেশের সম্মিলিত বাণিজ্যের পরিমাণকেও ছাড়িয়ে যায়।[১২]

এমনকি, ১৮১০ সন নাগাদ কলকাতা বন্দরের আমদানি-রপ্তানিতে ইয়াংকীরা বাংলায় ইংলিশ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যের পরিমাণকেও অতিক্রম করে যায়।[১৩] অর্থাৎ বৃটিশ বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্যে সর্বোচ্চ স্থান দখল করে নেয় ইয়াংকীরা। ইয়াংকীদের কলকাতা বাণিজ্য ক্রমশ নিউ ইংল্যান্ডে একটি শক্তিশালী বাণিজ্যিক পুঁজিপতি শ্রেণি সৃষ্টি করে এবং ঐ শ্রেণিটিই রচনা করে প্রথম মার্কিন শিল্পবিপ্লবের ভিত্তি।[১৪]

তবে এ উপস্থাপনায় আমাদের প্রধান লক্ষ্য হলো—মার্কিনীদের বঙ্গ বাণিজ্যের আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ অবদান আলোচনায় নিয়ে আসা। আমরা দেখাতে চাই যে, মার্কিনীদের বাংলা বাণিজ্যের ফলে একদিকে যেমন নিউ ইংল্যান্ডে একটি পুঁজিপতি শ্রেণির উত্থান ঘটেছে এবং এ শ্রেণির প্রচেষ্টায় নিউ ইংল্যান্ডে বিকাশ লাভ করেছে একটি শিল্পবিপ্লব, অপরদিকে একই সময়ে এই সদ্য সৃষ্ট পুঁজিপতি শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠেছে British Orientalism-এর আদলে একটি নতুন প্রাচ্য চর্চা আন্দোলন—যাকে আমরা বলতে পারি মার্কিন প্রাচ্যবাদ (American Orientalism).

বৃটিশ কলোনি আমেরিকায়ও যেতে পারে এমনটি মনে করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যেমন—১৭৮৪ সনে বারো জন বাঙ্গালি লস্কর (জাহাজের শ্রমিক) পেনসেলভেনিয়ার নিউ হেভেন বন্দরে আটকা পড়েন। এদের নিয়োগদাতা ও জাহাজের মালিক ঐ বন্দরে গিয়ে তাঁর জাহাজ বিক্রয় করে উধাও হয়ে যায় বাঙ্গালি লস্করদের পাওনা পরিশোধ না করেই এমতোবস্থায় স্থানীয় লোকেরা নাচার বাঙ্গালিদের উপদেশ দেন—স্বদেশে ফেরার চেষ্টা না করে অন্যান্য বাসিন্দাদের মত এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করার জন্য। কিন্তু তারা দেশে ফেরার জন্য অস্থির। এ মানবিক সমস্যার মোকাবেলায় এগিয়ে আসেন মার্কিন জাতির প্রতিষ্ঠাতা পিতাদের অন্যতম স্টেটশম্যান, চিন্তাবিদ, দার্শনিক বেনজামীন ফ্রানৃকলীন। তিনি নিজে চাঁদা তুলে আটকেপড়া বাঙ্গালি খালাসিদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করেন।[১৭]

পালের যুগে আন্তদেশীয় পণ্যের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব

পালের যুগে আন্তদেশীয় সাংস্কৃতিক যোগাযোগ হয়েছে প্রধানত বাণিজ্যিক পণ্যের মাধ্যমে। ভৌগোলিক কারণে মানুষে মানুষে সাক্ষাতের সুযোগ যেখানে সীমাবদ্ধ সেখানে একে অপরকে আন্দাজে জানার একটি বড় মাধ্যম বাণিজ্যিক পণ্য। একটি দেশের উৎপাদিত পণ্য প্রতিনিধিত্ব করে এর অর্থনীতি, প্রযৌক্তিক-কারিগরিক কৌশল, সংস্কৃতি, রুচি-অভিরুচি ও আরো অনেক কিছু। পালের যুগে ইউরোপীয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিসমূহের মাধ্যমে বাংলার নানা পণ্য, বিশেষ করে বস্ত্র রপ্তানি হয়েছে বিশ্বের সকল মহাদেশে। এ পণ্যের অভিভূত ভোক্তারা মানস চোখে অনুভব করেছে বাংলার বস্ত্রের প্রযৌক্তিক, সাংস্কৃতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক তাৎপর্য। আমেরিকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছবিসহ বিজ্ঞাপন দেয়া হতো বাংলা থেকে আমদানি করা বিভিন্ন পণ্যের, বিশেষ করে বিভিন্ন সুতি ও রেশমি বস্ত্রের। মার্কিনী গ্রাহক-ভোক্তারা স্বচক্ষে না দেখতে পারলেও কল্পনার মাধ্যমে আঁচ করতে পেরেছে—বাংলার তাঁত শিল্পের শৈল্পিক মুনশীয়ানা সম্পর্কে। উৎপাদনের নেপথ্যে যে শ্রম, মালিক-শ্রমিক-সম্পর্ক, প্রযৌক্তিক কলা-কৌশল, রুচি-

বাংলা হতে সংগৃহীত কাসা-পিতলশিল্প
এ ধরনের শিল্পকলা ইয়াংকীদের প্রিয়বস্তু ছিল

অভিরুচি, পরিবেশ-প্রতিবেশ নিহিত তা বাস্তবে জানার বাসনা জেগেছিল অনেক মার্কিনীর মনে। কলকাতায় দীর্ঘকাল বসবাসকারী বস্টনের বণিক হেনরী লী-এর স্ত্রী যেমন লিখেছেন তাকে বিস্তারিত জানাতে কেমন করে, কেমন হাতে এবং কোন প্রযুক্তিতে তৈরি হয় ঐসব অবিশ্বাস্য "উটের লোমের শাল, শুভ্র শাল, ঢাকাই মসলিন ইত্যাদি"। লী জানালেন—

> "তা যে বর্ণনার অতীত, কেননা তিনি কখনো জানার চেষ্টা করেননি, কীভাবে তৈরি হয় ঐসব সূক্ষ্ম ও কারুকার্যমণ্ডিত মূল্যবান সূক্ষ্ম বস্ত্র। কেননা, তিনি মনে করেন বঙ্গ-সংস্কৃতির বাইরের কোনো ব্যক্তির পক্ষে এ বিষয়ে বেশি কিছু জানা সম্ভব নয়। অতএব, এসবের কারিগরি দিক জানার চেয়ে আমার একমাত্র কামনা হলো—বাণিজ্যের মাধ্যমে অঢেল সম্পদ তৈরি করে দেশে ফিরে তোমাকে নিয়ে সুখে জীবনযাপন করা।"[১৮]

বাংলায় উৎপাদিত কাপড় ছিল বিদেশি বণিকদের নিকট একদিকে গুণে উত্তম এবং অপরদিকে টেকসই ও অকল্পনীয়ভাবে সস্তা। স্বাভাবিকভাবেই, আমেরিকায় বাংলার তাঁত শিল্পপণ্যের চাহিদা ছিল ব্যাপক।

১৮২০ সন পর্যন্ত অর্থাৎ আমেরিকার প্রথম শিল্পবিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার তাঁত ও রেশম শিল্পের বড় ক্রেতা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বাংলা থেকে আমদানি করা সব সুতি ও রেশমি বস্ত্র মার্কিন অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা মিটিয়ে আমদানিকারকরা বাড়তি পণ্য পুন:রপ্তানি করতো দক্ষিণ আমেরিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও অন্যান্য স্থানে। যাহোক, মার্কিন বণিকরা বাংলা থেকে যেসব রকমারি তাঁত ও রেশম বস্ত্র আমদানি করতো সেগুলির মধ্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল কতিপয় ব্রান্ড, যেমন—গুড়া, মৌ, মামুদী, বাফতা, সান্না, লংক্লথ, চিন্‌জ, চেক, গামছা, রুমাল, গিলাচাদর, লুঙ্গি, বন্দনা, শীরসাকার, সানা, চেক কাপড়, ইংলিশ রুমাল, মার্কিন রুমাল, চম্পা রুমাল, মৌ-সানা, মামুদী, মোগা কোষা, মৌ-আমেরতি, চিতাবুলী বাফতা, কোশা, হাত ব্যাগ ইত্যাদি।[১৯] উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক আমদানিকারক তাঁদের পণ্য স্থানীয় বাজারে নিলামে বিক্রয় করতেন। নিলামের খবর ব্যাপকভাবে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে স্থানীয় বিভিন্ন পত্রিকায় প্রচার করা হতো। এসব বিজ্ঞাপনের সাধারণ ভাষা ছিল এমন বাহারি যে, বাংলা যেন পৃথিবীর একটি স্বর্গরাজ্য যে রাজ্যের সব পণ্যই গুণে সুন্দর, কিন্তু দামে সস্তা।

প্রাচ্য সংস্কৃতির প্রতি ইয়াংকীদের দৃষ্টিভঙ্গি

১৮২০ এর দশকে দেখা যায় যে, মার্কিন বণিকরা বিভিন্ন পণ্যের পাশাপাশি কলকাতায় পাশ্চাত্য বইপুস্তক আমদানি করছে। বইয়ের বিষয়-বিন্যাস ছিল সাধারণত উপন্যাস, গল্প, ভ্রমণকাহিনি, সাধারণ বিজ্ঞান, ধর্ম, সমুদ্র, প্রাকৃতিক ইতিহাস ইত্যাদি।[২০] উনিশ শত বিশের দশকে বাংলায় খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের জন্য অনেক মার্কিন ধর্মযাজক খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের উদ্যেশ্যে বাংলাদেশে আগমন করেন, অনেকেই এসেছেন সপরিবারে। সমকালীন পত্রপত্রিকা থেকে জানা যায় যে, প্রায়সই মার্কিন যাজকগণ মুসলিম ও হিন্দু ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে খ্রিষ্টধর্মের শ্রেষ্টত্ব প্রমাণ করার জন্য তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছেন, এমনকি অনেক সময় কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে।

মার্কিন বণিকদের অনেকেই কলকাতা থেকে ভারতীয় ঔৎসুক্য পণ্য সংগ্রহ করতেন। এসব সংগ্রহ দিয়ে অনেকেই তাঁদের নিজ বাড়িতে ব্যক্তিগত জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেলেমের পেস্টার বেন্টলী উইলিয়ম (১৭৫৯-১৮১৯) তাঁর বিখ্যাত ডায়েরিতে উল্লেখ করেছেন যে, সেলেমের নাবিক মি. পিয়ার্স বাংলা থেকে নানা বিরল পণ্য এনে সে যুগের প্রসিদ্ধ বন্দরনগরী সেলেমে একটি সুন্দর ব্যক্তিগত জাদুঘর নির্মাণ করে সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁর সংগ্রহের প্রধান বৈশিষ্ট্য বাংলার পোশাক পরিচ্ছদ।[২১] উল্লেখ্য যে, মার্কিন নাবিক ও বণিকরা কলকাতা থেকে দৃষ্টিকাড়ে এমন নানা পণ্যসামগ্রী সংগ্রহ করে নিজেদের সংগ্রশালায় রাখতেন এবং অনেক সময় তা সেলেমে অবস্থিত ইস্ট ইন্ডিয়া মেরিন সোসাইটি মিউজিয়ামে ও অন্যান্য প্রাচ্য সাংস্কৃতিক সংগ্রহশালায় স্থায়ীভাবে জমা দিতেন। উল্লেখ্য যে, সেলেমের ভারত-বণিকগণ সম্মিলিত হয়ে ১৭৯৯ সনে সেলেমে একটি প্রাচ্য বিষয়ক জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেন এ উদ্দেশ্যে যে, মার্কিনীরা বাংলায় না এসেই যেন বাংলার সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি চিত্র মানসপটে অংকন করতে সক্ষম হন। জাদুঘরটির নাম Salem East India Marine Society Museum.[২২] বর্তমানে এর পরিবর্তিত নাম Peabody Essex Museum, আর এটি East India Square, Salem-এ অবস্থিত।

ইয়াংকী বণিকদের জাদুঘরে রক্ষিত উনিশ শতকের বঙ্গশিল্পীর আঁকা মহিষাসুর বধে দুর্গা

১৭৯৫ থেকে ১৮৩০ সন পর্যন্ত সেলেম-এর ইস্টইন্ডিয়া বাণিজ্যে জড়িত বণিকগণ একটি বার্ষিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। ঐ অনুষ্ঠানে বণিকদের চেষ্টা ছিল ইস্ট ইন্ডিয়ার সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কিত নানা আকর্ষণীয় সংগ্রহ প্রদর্শন করে বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরা। ঐ প্রদর্শনীর একটি আকর্ষণীয় বিষয় ছিল সোসাইটির অনুষ্ঠানে সব সদস্য কর্তৃক বাঙ্গালি পোশাক পরা। প্রদর্শনীতে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে বাঙ্গালি পোশাকে পথযাত্রার আয়োজন করা হতো। এই পথযাত্রায় শরিক হতেন তাঁরাই যারা কোনো না কোনো সময় কলকাতায় অবস্থান করেছেন। ঐ পথযাত্রায় প্রত্যেক যোগদানকারির হাতে

পিবডি জাদুঘরের প্রদর্শনী কক্ষ, প্রাচ্য ও বঙ্গ-সংস্কৃতির ঐতিহ্যিক সামগ্রীর প্রতি দর্শনার্থীদের আগ্রহ আজও কমেনি

দেয়া হতো এমন কোনো না কোনো আকর্ষণীয় বস্তু যা বঙ্গসংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে। এরই একটি অংশ ছিল ছয়জন নিগ্রোবাহিত একটি পালকি যা তখনকার কলকাতায় ছিল একটি নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় বাহন। কলকাতায় বাঙ্গালি ভদ্রলোকদের সাধারণ অভ্যেস ছিল পালকিতে চলাচল করা। অতএব কলকাতায় মার্কিনীরা পালকিতেই চলাফেরা করতেন এবং সে পালকি ছিল অধিকাংশই তাদের নিজ মালিকানার। সেলেমের বণিকরা কলকাতা থেকে একটি পালকি আমদানি করে মেরিন সোসাইটি জাদুঘরে সংরক্ষণ করেন। সোসাইটির বার্ষিক ভোজের শোভাযাত্রায় ঐ পালকিটি ব্যবহার করা হতো। পালকিটি বহন করতো চারজন নিগ্রো ভৃত্য। শোভাযাত্রার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল বাঙ্গালি পোষাক প্রদর্শন।

আগেই বলা হয়েছে—বাংলায় অবস্থান করেছেন এমন সব বণিক, নাবিক, কর্মকর্তা সবাই বাঙ্গালি পোষাক পরে শোভাযাত্রার মিছিলে যোগদান করতেন এবং তাদের প্রত্যেকের হাতে শোভা পেতো বাংলার কোনো না কোনো বাণিজ্যিক পণ্য, বিশেষ করে তাঁতবস্ত্র, যেমন—বন্দনা, চিন্টস , গুড়া, মামুদী, আমেতী, লুঙ্গি ইত্যাদি। পালকি মিছিলের পর শুরু হতো ইস্ট ইন্ডিয়া সংস্কৃতি বিষয়ক বক্তৃতা ও ভোজোৎসব, যেখানে যোগদান করতেন মহামান্য অতিথিরাও। যেমন, ১৮২৫ সনের বার্ষিক উৎসবের প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কুইন্সী এডামস (১৮২৫-১৮২৯)। ভোজে প্রেসিডেন্ট এডামস এর দেয়া টোস্টিংগুলি ছিল :[২৩]

১. To the merchants of the United States- May they inherit the spirit of Cosmo de Medicis and learning and arts bear testimony to their munificence.

২. To our Navigators – They have been enlightened by distinguished men of all countries.

৩. To trade to India – No commercial nation has been great without it – May the experience of ages induce us to cherish this rich source of national wealth.

৪. To foreign commerce- The great civiliser of Nations.

৫. To the Salem East India Marine Society- Distingished for its nautical and commercial knowledge and enterprise, indefatigable in its resources for natural and artificial curiosities in foreign climes.

টোস্টিংগুলির বিষয় স্পষ্টভাবেই ইঙ্গিত করে যুক্তরাষ্ট্রের ধনাঢ্য শ্রেণির জীবনযাত্রায় বঙ্গ-বাণিজ্য তথা প্রাচ্য বাণিজ্যের অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রভাব। উল্লেখ্য যে, আঠারো শতকের প্রথমার্ধ থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সময়কালকে গণ্য করা হয় American Enlightenment-এর যুগ। বেনজামীন ফ্রান্‌কলীন (১৭০৬-১৭৯০), এজরা স্টাইলস (১৭২৭-১৭৯৫), টমাস পেইন (১৭৩৭-১৮০৯), টমাস জেফার্সন (১৭৪৩-১৮২৬), প্রভৃতি মনীষীরা ছিলেন সে আলোকিত যুগের প্রাকৃতিক প্রতিনিধি। তাঁরা মার্কিনীদের উৎসাহিত করেন ক্ষুদ্র আঞ্চলিকতা অতিক্রম করে সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে

ইয়াংকী বণিকদের জাদুঘরে রক্ষিত ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা হতে সংগৃহীত মাটির ভাস্কর্য
রাম ও সীতার সঙ্গে লক্ষ্মণ এবং অন্যান্য চরিত্র

ইস্ট ইন্ডিয়ান বণিকগণ প্রতিবছর বাংলা সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান নিয়ে শোভাযাত্রা করতেন শোভাযাত্রায় কলকাতা হতে সংগৃহীত এই পালকিটি ব্যবহৃত হতো, বর্তমানে এটি পিবলি জাদুঘরে সংরক্ষিত

এককভাবে এবং আপন করে গ্রহণ করার জন্য। মার্কিন Enlightenment এর একজন প্রবক্তা হিসেবে প্রেসিডেন্ট কুইনসী এডামস (১৮২৫-১৮২৯) উপরে উল্লেখিত তার ভোজ-টোস্টিং-এ তাগিদ দিচ্ছেন এ বলে যে, বিশ্ব-সংস্কৃতি ও বিশ্ব সভ্যতার সঙ্গে মার্কিনীদের সম্পৃক্ত হবার একটি বড় মাধ্যম বঙ্গ-বাণিজ্য, যা কিনা ভারত মহাসাগরীয় তথা বিশ্ববাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু। ইউরোপীয় বাণিজ্যিক দেশগুলির নাম উচ্চারণ না করে তিনি তাঁর উপরের ৩ নং টোস্টিং-এ উল্লেখ করেছেন যে, বঙ্গোপসাগরীয় বাণিজ্য ছাড়া আধুনিক কোনো দেশ শিল্পায়নের পথে পা বাড়াতে পারেনি। স্পষ্টতই তিনি ইউরোপের প্রথম শিল্পায়িত দেশ ইংল্যান্ডকেই ইঙ্গিত করেছেন। যাহোক, আমরা জানি যে, একইভাবে বঙ্গ-বাণিজ্য ইয়াংকীদের হাতেও পুঁজির বিকাশ ও শিল্পায়নের পথে সরাসরি অবদান রেখেছে।[২৪]

মার্কিন শিল্পায়নে বাংলা বাণিজ্যের অবদান

বৃটেনে শিল্প-বিপ্লবের পর বিশ্বে দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব ঘটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ঐতিহাসিকভাবে এ ঘটনা খুবই অপ্রত্যাশিত; কেননা—মার্কিনীরা আদর্শগতভাবে ছিল ফিজিওক্রেসী বা কৃষি অর্থনীতিতে বিশ্বাসী যেমন ছিল ফ্রান্স ও স্পেন। রাষ্ট্রীয় নেতা জর্জ ওয়াশিংটন, জন এডামস, জেফার্সন, মেডিসন—সবাই ছিলেন ফিজিওক্রেসীতত্ত্বে বিশ্বাসী এবং তাঁদের নেতৃত্বে মার্কিন অর্থনীতি পরিচালিত হয়েছে ফিজিওক্রসী তত্ত্বানুসারেই। কৃষির সঙ্গে ব্যাপক প্রাচ্য বাণিজ্য মার্কিন অর্থনীতিকে যখন ক্রমশই শক্তিশালী করে তুলছিল তখন ইউরোপে দেখা দিল ফরাসী বিপ্লবোত্তরকালের দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ। এর অভিঘাতে শুধু যুদ্ধে লিপ্ত ইউরোপীয় দেশগুলিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, যুদ্ধে নিরপেক্ষ আমেরিকার বঙ্গ-বাণিজ্যও চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। মার্কিন বণিকদের ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্য ক্রমশ আমেরিকাকে যুদ্ধে ঠেলে দিতে পারে—এ ভয়ে মার্কিন সরকার আন্তঃমহাদেশীয় বাণিজ্য, অর্থাৎ মার্কিনীদের ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্য একটি ঘোষণার মাধ্যমে (Embargo Act 1807) বন্ধ করে দেয়। ফলে বঙ্গ-বাণিজ্যে বিনিয়োজিত কোটি কোটি টাকার মার্কিন বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়, অলস হয়ে পড়ে ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যে বিনিয়োজিত বিপুল পুঁজি ও অসংখ্য বাণিজ্যিক জাহাজ। এদিকে, ইউরোপে নেপোলিয়নিক যুদ্ধের সংঘাতময় পরিবেশে যুক্তরাষ্ট্র সরকার যুদ্ধে লিপ্ত হবার সম্ভাবনা থাকায় মার্কিন সরকার এক ঘোষণা দিয়ে ইয়াংকী বণিকদের বঙ্গ-বাণিজ্য বন্ধ করে দেয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বঙ্গ ব্যবসায় রত Boston Associates নামে একটি পুঁজিপতি গোষ্ঠী বাণিজ্যের বদলে পুঁজি বিনিয়োগের বিকল্প ক্ষেত্র হিসেবে দেশে শিল্প

বাংলার এ ধরনের চিত্রিত বস্ত্র পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে ইয়াংকী-বণিকরা নিলামে তুলতেন

স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। এ উদ্দেশ্যে ১৮১৩ সনে তাঁরা Boston Company of Waltham নামে একটি শেয়ারভিত্তিক যৌথ কোম্পানি স্থাপন করেন। এ কোম্পানির মূল মালিক এগারো জন বঙ্গ-বণিক যারা ১৭৯০ এর দশকে বঙ্গ-ব্যবসায় যোগদান করেন এবং ১৮১০ পর্যন্ত এ ব্যবসা থেকে বিপুল মুনাফা অর্জন করেন—এদের প্রত্যেকেই আমেরিকার প্রথম কোটিপতি হবার গৌরব অর্জন করেন।[২৫]

কিন্তু নেপোলীয়নিক যুদ্ধের অভিঘাতে এঁদের ভারত ব্যবসা দুরূহ হয়ে উঠে। এমন পরিস্থিতিতে পুঁজি বিনিয়োগের বিকল্প পন্থা হিসেবে তাঁরা একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সিদ্ধান্তটি এমন যে, তাঁদের পুঁজি ঝুঁকিপূর্ণ বঙ্গ-বাণিজ্য থেকে প্রত্যাহার করে তা দেশের শিল্পায়নে বিনিয়োগ করবে। এ চিন্তাধারার নেতৃত্ব দেন বোস্টন বন্দরের ইন্ডিয়া হুয়ারফ ও ইন্ডিয়া স্টোরের মালিক এবং ভারত বাণিজ্যে বিনিয়োগকারী কোটিপতি বণিক ফ্রান্সিস কেবল লয়েল (১৭৭৫-১৮১৭)। তাঁর এ পরিকল্পনায় প্রধান পুঁজি দাতা হিসেবে যোগদান করেন তাঁর শ্যালক কলকাতা বণিক পেট্রিক ট্রেসী জেকসন (১৭৮০-১৮৪৭) ও জেকসনের অন্যান্য তিন ভাই যাঁরা সবাই ছিলেন কলকাতা বাণিজ্যের কোটিপতি বণিক। লয়েলের এ পরিকল্পনায় আরো শরিক হন কলকাতা বণিক নাথান এপলটন (১৭৭৯-১৮৬১), চার্লস জেমস, ও এবট লরেঞ্চ। মার্কিন শিল্প বিপ্লবের অন্যতম ঐতিহাসিক ভেরা শ্লেকম্যান এসব বঙ্গ-বণিক প্রাথমিক উদ্যোক্তাদের নাম দেন Boston Associates।[২৬] এঁদেরই যৌথ উদ্যোগে এবং যৌথ পুঁজিতে ১৮১২ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় Boston Manufacturing Company নামে আমেরিকার প্রথম একটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানি। এ কোম্পানির উদ্যোগে ১৮১৪ সনে বোস্টনের অদূরে ওয়ালথামে স্থাপিত হয় এর প্রথম বস্ত্র কারখানা। এ কারখানায়ই সর্বপ্রথম এর উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্রে শুরু থেকে শেষ পর্ব পর্যন্ত একই ভবনে সম্পাদিত হয়। অচিরেই এর অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত হয় আরো কয়েকটি কারখানা যার উদ্যোক্তা ছিলেন সবাই বঙ্গ-বণিক। এমনিভাবে আমেরিকার বঙ্গোপসাগরীয় বণিকদের উদ্যোগে ও পুঁজিতে শুরু হলো আমেরিকার প্রথম এবং বিশ্বের দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লব।[২৭] মার্কিন শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ছিল এমনই দ্রুত ও ব্যাপক যে, ১৮১৭

পিবডি জাদুঘরে রক্ষিত বাংলা হতে সংগৃহীত কাঠের মুখোশ

সনের মধ্যে নিউ ইংল্যান্ডের বিভিন্ন স্টেট-এ বিভিন্ন সেক্টরে শিল্প স্থাপনের জন্য প্রায় আঠারো শত লাইসেন্স ইস্যু করা হয় এবং এর অধিকাংশই ইস্যু করা হয়েছে মেসাচুসেটস-এর প্রাক্তন 'ইন্ডিয়া ট্রেডার্সদের অনুকূলে'।[২৮]

নেপোলীয়নিক যুদ্ধের সময় আমেরিকার শত শত বাণিজ্যিক জাহাজ গভীর সমুদ্রের বুকে যুদ্ধরত ইউরোপীয়দের হাতে লুট হয়। ক্ষতিগ্রস্ত বণিকরা সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে সাগরবক্ষে তাদের নিরাপত্তা বিধানের একটি ফ্রিগেট পাঠানোর জন্য। সরকার এ সার্ভিস দিতে রাজী হয় একটি শর্তে যে, ঐ ফ্রিগেট নির্মাণের ব্যয় বহন করতে হবে বণিকদেরকেই। বণিকগণ এ প্রস্তাবে রাজী হন। তাদের অর্থায়নে নির্মিত হয় Essex নামের যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের প্রথম ফ্রিগেট।[২৯] প্রেসিডেন্ট টমাস জেফার্সন এই ফ্রিগেটের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেন সেলেমের বিখ্যাত বঙ্গ-বণিক ও একজন তুখোড় নাবিক কাপ্তান জেকব ক্রাউনিনশিল্ডকে। বঙ্গ-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে এভাবেই প্রথম শুরু হয় যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বাহিনীর অভিযাত্রা।[৩০]

মার্কিন বঙ্গ-বাণিজ্যের সাংস্কৃতিক দিক

স্বাধীনতা লাভের পরপরই মার্কিনীদের বাংলায় আগমন শুধু যে একটি ব্যবসায়িক উদ্যোগ ছিল তা নয়। এর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত ছিল সুদূরপ্রসারী সাংস্কৃতিক অভিলাষও। এ ব্যাপারে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট এজরা স্টাইল প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনকে

লিখেন যে, “বাণিজ্যোপলক্ষ্যে মার্কিনীদের প্রাচ্যযাত্রা শুধু বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধাই সৃষ্টি করবে না, পণ্যের সঙ্গে এ সম্পর্ক লাভ করবে প্রাচ্যের জ্ঞান ও সাহিত্যও যা কিনা হবে মার্কিন Enlightenment-এর এক বড় দিক”।[৩১] তাঁর মতে, এশিয়ার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ততার ফলে মার্কিন Enlightenment আন্দোলন বিশ্বজ্ঞান লাভের পথে এক নতুন মাত্রা যোগ হল। আমরা লক্ষ্য করি যে, মার্কিন চিন্তাবিদ, লেখক ও সংগ্রাহকরা বণিকদের মাধ্যমে প্রাচ্য সভ্যতা সম্পর্কিত তাত্ত্বিক ও তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ, পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি সংগ্রহ করার চেষ্টা করছেন। পাণ্ডুলিপি ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক উপাদান সংগ্রহের ব্যাপারে কয়েকটি বড় ইয়াংকী পরিবারকে অসাধারণভাবে উদ্যোগী হতে দেখি; যেমন—পিবডি, গার্ডনার, লয়েল, হিগিনসন, ক্রাউনিনশিল্ড, থর্নডাইক প্রভৃতি পরিবার। এঁরা সবাই বঙ্গ-বাণিজ্যে লিপ্ত আমেরিকার প্রথম কোটিপতি। প্রাচ্য সভ্যতা সম্পর্কে তাঁরা সবাই ছিলেন সচেতন এবং শ্রদ্ধাশীল। তাঁদের আর্থিক সহযোগিতায় হার্ভার্ড, ইয়েলসহ বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্য সভ্যতা বিষয়ক ফেকাল্টি প্রবর্তন করে। এসব ফেকাল্টি প্রাচ্য গ্রন্থ, পাণ্ডুলিপি, মুদ্রা, ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক মূর্তি প্রভৃতি উপাদান সংগ্রহে ছিল সক্রিয়। এ ছাড়া জাহাজের অনেক মালিক ও কাপ্তানদেরকেও দেখা যায় প্রাচ্য সভ্যতা বিষয়ে নানা উপাদান সংগ্রহ করতে। এদের সংগ্রহ তালিকার শীর্ষে ছিল বাংলার নানা মনোহারী বস্ত্র। বস্ত্রের শিল্পশৈলী ও স্থান অনুসারে ছিল নানা চিত্তাকর্ষক নাম, যেমন— বন্দনা, চিঞ্জ, মামুদী, আমিতী, চিতাবলী, লুঙ্গি, রুমাল, গিলাপ ইত্যাদি। এগুলির সস্তা মূল্য ও বর্ণাঢ্যতা আলোচনার বিষয় ছিল ভোক্তা, সংগ্রাহক ও দর্শকদের মধ্যে।

মার্কিনীদের প্রাচ্য বাণিজ্যের সাংস্কৃতিক উপাদানের সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটে যখন বঙ্গোপসাগরীয় বাণিজ্যে সম্পৃক্ত সেলেম-এর বণিকগণ সম্মিলিত হয়ে ১৭৯৯ সনে প্রতিষ্ঠা করেন প্রাচ্য বিষয়ক একটি সাংস্কৃতিক জাদুঘর (East India Marine Society and Museum)। ১৮৬৭ সনে এর এক আদি পৃষ্ঠপোষক ও বঙ্গ-বণিক যোসেফ পিবডি (১৭৫৭-১৮৪৪)-এর সম্মানে এর নতুন নামকরণ করা হয় Peabody Museum. এর বর্তমান নাম Peabody Essex Museum। যা কিনা বর্তমানে প্রাচ্য সভ্যতা-সংস্কৃতি বিষয়ে বিশ্বের একটি অন্যতম বৃহৎ জাদুঘর। এ জাদুঘরের আদি সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে সমকালীন পূর্ব ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি, শিল্প, ভাষা, সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থরাজি, শিল্পকর্ম, বস্ত্র, ভাস্কর্য, তৈজসপত্র ও অন্যান্য ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিদর্শন।

বঙ্গ-সংস্কৃতির যে দিকটি ইয়াংকী বণিকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সেটি হলো ধর্মভিত্তিক সংস্কৃতি। মার্কিনীরা লক্ষ্য করেছেন যে, বাঙ্গালি জীবন ব্যবস্থায় ধর্ম সর্বোচ্চ ভূমিকা পালন করে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট গ্রোভার ক্লিভলেন্ড (১৮৮৫-৮৯)-এর দাদা ভারত বণিক রিচার্ড ফ্রি ক্লিভল্যান্ড ১৭৯২ থেকে ১৭৯৯ পর্যন্ত বহুবার কলকাতায় অবস্থান করেছেন এবং প্রত্যক্ষ করেছেন বাঙ্গালির সমাজ-সংস্কৃতি। বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য—

> “The most striking feature in the character and culture of the people is their veneration for the customs, traditions and institutions of their ancenstors. Their food, their dress, their marriages and production systems are all under the jurisdiction of religion.”[৩২]

ক্লিভল্যান্ড বিস্ময় প্রকাশ করছেন ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতা ও পরিপক্কতা নিয়ে, কিন্তু একই সঙ্গে ম্রিয়মান হচ্ছেন তাঁর নিজ জাতি মার্কিনীদের মধ্যে গর্ব করার মতো এমন কিছু না থাকার জন্যে। তবে, তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, প্রাচ্যের সান্নিধ্যে আসার ফলে মার্কিন সংস্কৃতি অনেক সমৃদ্ধ হবে।

ভারতীয় ভেষজ ঔষধ বিষয়ে গবেষণার জন্য হার্ভার্ড অধ্যাপক জেকভ বিজেলো কলকাতায় আসেন। ভেষজ ঔষধ বিদ্যায় ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অর্জন দেখে তিনি বিস্মিত হন; তবে, তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন ধর্মের নামে সামাজিক সম্পর্কে বর্ণ-বৈষম্য সৃষ্টি করার জন্য।[৩৩] বোস্টনের Lee বিজনেস হাউজের কলকাতা বাণিজ্য দেখাশুনা করার জন্য চার্লস এলিয়ট নর্টন (১৮২৭-১৯০৮) কলকাতায় আসেন ১৮৪৯ সনে। পরবর্তীকালে তিনি ছিলেন প্রভাবশালী নর্থ এমেরিকান রিভিউ-এর সম্পাদক (১৮৬৩-১৮৬৮) এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হিস্ট্রি অব ফাইন আর্টস-এর অধ্যাপক (১৮৭৪-১৮৯৮)। বঙ্গ-সংস্কৃতির বৈপরীত্য সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন যে,–

> "বাঙ্গালি গুণীরা যে ধর্মেরই হোন না কেন দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় তাঁরা একাধারে পালন করেন কিছু আদি বর্বর প্রথা প্রতিষ্ঠান, অপরদিকে প্রদর্শন করেন সাহিত্য, অর্থনৈতিক উৎপাদন, শিল্প ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঔৎকর্ষ।"[৩৪]

নর্টনের বন্ধু কবি হেনরী ওয়ডস ওয়ার্থ লংফেলো (১৮০৭-১৮৮২) তাঁর নিকট জানতে চান বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্যের মান সম্পর্কে। উত্তরে নর্টন জানান,–

> "হিন্দুদের মধ্যে যোগ্য লোকের খুবই অভাব এবং সাহিত্য ব্যাপারে তাদের যোগ্যতা খুবই সীমাবদ্ধ। এখানে ইয়ং বেঙ্গল নামে একটি ছোট ও তরুণ সাহিত্য গোষ্ঠী আছে। কিন্তু এরা এমনই বুড়বাক যে, নিজের ভাষায় ও নিজের মতো করে স্বাধীনভাবে সাহিত্য চর্চা না করে এরা ইংরেজি ভাষায় নিম্ন মানের কবিতা ও গল্প লিখে আত্মতৃপ্তি লাভ করছে।"[৩৫]

নিউ ইংল্যান্ডের ভারত বণিকদের গর্ব ছিল যে, তাঁরা ঘর ছেড়ে প্রাচ্যদেশে গিয়ে বিত্তশালী হয়েছেন, অর্জন করেছেন বিপুল সামাজিক প্রভাব। তারা রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে দেশের কৃষি অর্থনীতিকে বেগবান করার উপাদান জুগিয়েছেন। নিউ ইংল্যান্ডে তাঁদের উত্থান ঘটে একটি সংগঠিত ধনী অভিজাত শ্রেণি হিসেবে। ১৮১৫ থেকে পরিবারগতভাবে এই বণিক শ্রেণির শীর্ষে ছিলেন ক্রাউনিনশিল্ড, পিকম্যান, রজার্সস, লীজ, কেবটস, মেকে, কুলিজে, পিবডি, স্টোন, সিলসভী, লী, গার্ডনার, লয়েল, হিগিনসনস, বুলার্ড, ব্রাউন, থর্নডাইক, ও পিকারিং পরিবার। এঁদের সবাই কোটিপতি হয়েছেন বঙ্গ-বাণিজ্য থেকে এবং রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী হয়েছেন বঙ্গ-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করেই। বিখ্যাত সমকালীন জনপ্রিয় মার্কিন লেখক অয়েনডেল হোমস তাঁদের সামাজিক, অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রভাবের নিরিখে নাম দিলেন–Brahmin Caste of New England, যেমন–ইংল্যান্ডে বেঙ্গল ফেরতা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তাদের ডাকা হতো 'নবাব' বলে। বেঙ্গল ফেরতা সমকালীন মার্কিন বণিকদের বিপুল সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কে হার্ভার্ড ঐতিহাসিক সেম্যুয়েল এ্যালিয়ট মরিসন মন্তব্য করেন :

> "An East India merchant in Boston before 1812, possessed social kudos to which no cotton millionnaire could pretend, unless previously initiated through Federalist commerce to have an office on India Wharf, Boston, or to live in the India Row that comprised the fine old square–built houses of many a sea-port town, conferred distinction. Among sailors, the man who had made an East India voyage took no back-wind from any one; and on Cape Cod it used to be said of a pretty, well bred girl, She's good enough to marry an East India Captain."[৩৬]

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বঙ্গোপসাগরীয় বাণিজ্যে লিপ্ত অনেক ইয়াংকী বণিক বিভিন্ন স্থানে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। যেমন ১৮০৪ সনে নিকোলাস ব্রাউন তাঁর নামে স্থাপন করেন ব্রাউন ইউনিভার্সিটি। উনিশ শতকের প্রথম সিকিতে ইয়াংকী বণিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত হয় অনেক স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, জাদুঘর। হার্ভার্ড, ইয়েল. মিসিসিপি প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় নিয়মিত অনুদান লাভ করেছে ইয়াংকী ভারত-বণিকদের থেকে। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভারত বণিক Joseph Peabody ও তাঁর পুত্র George Peabody অনুদান দিয়েছেন কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটিকে।[৩৭] পিবডিদের প্রস্তাব ও অর্থায়নেই প্রথম American Philosophical Society এর কর্মকাণ্ড আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করে। পিবডি-এর সুপারিশ ও অর্থায়নে কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি-এর সঙ্গে একটি চুক্তি হয় যৌথভাবে সংস্কৃত ভাষা সংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহ ও আদান-প্রদানের।[৩৮]

জোসেফ পিবডি

গ্রেগরি পিবডি

ইয়াংকীদের মধ্যে কলকাতা ব্যবসায় অন্যতম ধনী ব্যক্তি ফিলাডেলফিয়ার এডওয়ার্ড হল (Edward Hall)। এক পর্যায়ে তিনি ব্যবসার পাশাপাশি কলকাতায় সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। তিনি কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি-এর সংস্কৃত ভাষার একটি গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থায়ন করেন। এ প্রকল্পেরই একটি শর্ত ছিল সোসাইটির পণ্ডিতগণ তাঁকে সংস্কৃত ভাষা শেখাবেন। Hall তাঁর ব্যবসা ছেড়ে কয়েক বছর কলকাতায় সংস্কৃত ভাষার চর্চা করেন। উল্লেখ্য, আমেরিকার প্রাচ্যবিদ সংস্কৃতজ্ঞদের মধ্যে Hall-ই প্রথম সংস্কৃত বিশেষজ্ঞ।[৩৯] উইলিয়ম ডুয়ান (Duane) নামে নিউ ইয়র্ক-এর এক ব্যবসায়ী তাঁর বঙ্গ-ব্যবসা পরিত্যাগ করে কলকাতায় The World নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন (১৭৯১)। এর প্রথম ইস্যুতে তিনি ঘোষণা দেন যে, তিনি বাঙ্গালিদেরকে সেবা করতে চান একজন বিশ্ব নাগরিক হিসেবে। কিন্তু ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্বৈরতান্ত্রিকতার সমালোচনা করার অভিযোগে সরকার তাঁর পত্রিকাটি বন্ধ ঘোষণা করে (১৭৯৪) তাঁকে বাংলাদেশ থেকে বহিষ্কার করে।[৪০]

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় মার্কিন-কলকাতা বণিকদের উদার পৃষ্ঠপোষকতার প্রভাবে আমরা অচিরেই নিউ ইংল্যান্ডে একটি উদারমনা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর উত্থান দেখতে পাই। উল্লেখ্য যে, ধর্মীয়ভাবে নিউ ইংল্যান্ড ছিল একটি রক্ষণশীল সমাজ। কিন্তু প্রাচ্য সভ্যতার সান্নিধ্যে এসে অনেক ইয়াংকী বণিক ধর্মকে নতুনভাবে বিচার করার প্রয়াস পায়।

প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মিলনে সনাতন সাহিত্য-সংস্কৃতিতে নতুন প্রবাহ সৃষ্টি হোক এ বাসনা নিয়ে অনেক ইয়াংকী বণিক প্রাচ্য চর্চায় উদারভাবে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা দিতে শুরু করেন। এর প্রভাবে অচিরেই নিউ ইংল্যান্ডের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিকশিত হয় একটি নতুন

প্রাবন্ধিক-গবেষক ও বাংলার ইতিহাসবিদ সিরাজুল ইসলাম

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১ মার্কিন কংগ্রেস ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বাণিজ্য করার অনুমতি প্রদান করে এ শর্তে যে, মার্কিন বণিক গোষ্ঠী কোনো অজুহাতেই সেখানে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র বা ঘাটি স্থাপন করতে পারবে না।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য, দেখুন : Sirajul Islam, Golden Jubilee Lecture on America's Maritime Contact with Bengal 1785-1870: Commerce, Competition, Knowledge, 24 October 2002, at Asiatic Society of Bangladesh.

২ বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, Susan S. Bean, Yankee India, American Commercial and Cultural Encounters with India in the Age of Sail 1784-1860, (Peabody Essex Museum, 2001, Salem, M.A., USA. ; G. Bhagat, Americans in India 1784-1860, (New York University, 1970); William Milburn, Oriental Commerce, (London 1819), Amales Tripathi, Trade and Finance in the Bengal Presidency, 1790-1833, (Calcutta 1956).

৩ দেখুন, Collections of Massachussetts Historical Society, 7th Series, vol. X, Commerce of Rhode Island, vol. V11 (1775-1800), Boston MDCCCCXV, p.207.

৪ US Congress, American State Papers: Commerce and Navigation, 1790-1836.

৫ যদিও নিউ ইংল্যান্ডের ইয়াংকীরাই বঙ্গ-বাণিজ্যে বরাবর লিপ্ত ছিল, বর্তমান প্রবন্ধে মার্কিনী বলতে ইয়াংকীদেরকেই চিহ্নিত করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পূর্বকোণের ছয়টি স্টেটসকে শাসনতান্ত্রিকভাবেই বলা হয় নিউ ইংল্যান্ড। স্টেটসগুলির নাম কানেকটিকাট, মেইন, মেসাচুসেটস, নিউ হেমশায়ার, রোড আইল্যান্ড এবং ভার্মন্ট। এ স্টেটসগুলির শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দাদের সংখ্যাগরিষ্ট লোক মূলে বৃটিশ। নিউ ইংল্যান্ড নামে এই অঞ্চলটি শাসনতান্ত্রিকভাবে স্বীকৃত। নিউ ইংল্যান্ডের বাসিন্দাদের বলা হয় ইয়াংকী।

৬ British Parliamentary Papers, Fourth Report, 1812, Appendix 47, Supplement no. 6, p. 43.

৭ উল্লেখ্য যে, তৎকালীন সময়ে আমেরিকার অধিকাংশ স্টেট ছিল কৃষি অর্থনীতিতে বিশ্বাসী। স্বাধীনতার পর শুধু নিউ ইংল্যান্ডের কয়েকটি স্টেট বাণিজ্যে আগ্রহী হয়ে উঠে। এদের মধ্যে মেসাচুসেটস স্টেটের বোস্টন ও সেলেম বন্দর ছিল বঙ্গোপসাগরীয় বাণিজ্যে সবচেয়ে উদ্যমী। এ প্রবন্ধে আমেরিকা বলতে আমরা মূলত বুঝিয়েছি নিউ ইংল্যান্ডকে।

৮ The Memorial of the Merchants of Salem and its Vicinity to the Congress of the United States of America, 31 December 1819, (31 December 1819, (Baker Business School Library, Harvard, pp. 3-4.

৯ এ গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা নেতা ছিলেন ফ্রান্সিস কেবট লয়েল (১৭৭৫-১৮১৭) এবং অন্যান্য প্রধান প্রতিষ্ঠাতা উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন পেট্রিক ট্রেসি জেকসন, নাথান এপলটন, চার্লস জেমস, এবট লরেঞ্চ। এঁরা সবাই পুঁজি তৈরি করেছেন কলকাতা ব্যবসা থেকে এবং এরা সবাই কলকাতায় অবস্থান করেছেন।

১০ বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : Robert F. Dalzell, Enterprising Elite: The Boston Associates and the World they Made, (Harvard University Press 1987).

১১ American Neptune, vol. 4, No. 1, 1944.

শ্রেণি যাদের শ্লোগান হলো মুক্ত চিন্তার মাধ্যমে মানুষের সনাতন জীবনের বাঁধন থেকে মুক্তি লাভ। এ আন্দোলনকে সার্বিক সহযোগিতা দান করে নিউ ইংল্যান্ডের বঙ্গবণিক গোষ্ঠী। তাঁদের আর্থিক ও অন্যান্য সহযোগিতায় অচিরেই বিকশিত হয় একটি সাহিত্য-সাংস্কৃতিক-দার্শনিক গ্রুপ যাদেরকে প্রাচীনপন্থীরা ব্যাঙ্গ করে উপাধি দেয় New England Brahmin. নিউ ইংল্যান্ড ব্রাহ্মণদের নেতৃত্ব দেন দার্শনিক রালফ ওয়াল্ডো ইমার্সন (জ. ১৮০৩)। অন্যান্য সহযোগী 'ব্রাহ্মণ' ছিলেন নাথানিয়েল হোথর্ন (জ. ১৮০৪); হেনরী ওয়ার্ডওয়ার্থ লংফেলো (জ. ১৮০৭); হেনরী ডেভিড থরো (জ. ১৮১৭); ওয়াল্ট হুইটম্যান (জ. ১৮১৯) ও আরো অনেকে। নিউ ইংল্যান্ড ব্রাহ্মণদের প্রত্যেকেই মার্কিন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ছিলেন একেক জন গুরু যাদের চিন্তাধারা ছিল মৌলিক ও সাহসিক।

সামগ্রিকভাবে নিউ ইংল্যান্ড 'ব্রাহ্মণদের' চিন্তাধারার দার্শনিক নাম দেয়া হয় Transcendentalism. এ তত্ত্বের দার্শনিক প্রেরণা জোগায় প্রাচীন হিন্দু দার্শনিক শংকর আচার্যের মায়াবাদ দর্শন।[৪১] শংকরের মায়াবাদ দর্শন আর ইমার্সনের Transcendentalism তত্ত্বের মধ্যে মিল লক্ষণীয়। পণ্ডিতগণ একমত যে, শংকরের মায়াবাদ তত্ত্ব ইমার্সনের ট্রান্সডেন্টালিজম মতবাদকে সরাসরি প্রভাবিত করেছে এবং তা ইমার্সন নিজেই তাঁর জার্নালে বহুবার উল্লেখ করেছেন।[৪২]

অবশেষ

এ আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করি, মার্কিনীরা সমকালীন অন্যান্য ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহের মতো এদেশে কোনো ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেনি। বাণিজ্যই ছিল তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। মার্কিন কংগ্রেস ইয়াংকী বণিকদের প্রাচ্যে বাণিজ্য করার অনুমতি প্রদান করেছে এ শর্তে যে, ইউরোপীয়দের মতো প্রাচ্যে তারা কোনো ঔপনিবেশ স্থাপন করতে পারবে না এবং স্থানীয় কোনো শক্তি বা গোষ্ঠীর সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে না। সরকার প্রাচ্যে বাণিজ্য করার জন্য অনুমতি দেয় ব্যক্তিকে, কোনো কোম্পানিকে নয়। তবে দেখা যায় যে, ভারত বাণিজ্যের সার্বিক প্রতিযোগিতায় ক্রমশ প্রাচ্য বাণিজ্য নিউ ইংল্যান্ডের কতিপয় পরিবারের মধ্যে পুঞ্জিভূত হয়ে পড়ে। নিউ ইংল্যান্ডে তাঁদের উত্থান ঘটে একটি সংগঠিত ধনী অভিজাত শ্রেণি হিসেবে। ইয়াংকীদের বঙ্গ-বাণিজ্য পরিচালিত হয় ১৮৩০ এর দশক পর্যন্ত। এর পর থেকে ইয়াংকীদের বঙ্গ-বাণিজ্য নানা বৈশ্বিক কারণে ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসে এবং উনিশ শতকের শেষ নাগাদ এসে তা তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে।

তবে বাণিজ্যিক দিক থেকে মার্কিন-বাংলা সম্পর্ক তাৎপর্যহীন হয়ে পড়লেও সাংস্কৃতিক দিক থেকে তা তেমন স্তিমিত হয়নি কখনো। মার্কিন বঙ্গ-বণিকদের স্থাপিত কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, জাদুঘর প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এখনো বিদ্যমান এবং বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দিক থেকে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করছে।

১২ See Amales Tripathi, Trade and Finance in the Bengal Presidency 1793-1833, (Calcutta 1979), Appendix- Countrywise Charts,273-289 ; Susan S. Bean, Yankee India: American Commercial and Cultural Encounters with India in the Age of Sail 1784-1860, (Peabody Essex Museum, 2001), p. 7. and Sirajul Islam, America's Maritime Contact with Bengal, 1785-1870, pp.151-180, Golden Jubilee Volume, Asiatic Society of Bangladesh (1952-2002), pp 130-151.

১৩ এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য ও পরিসংখ্যানের জন্য দ্রষ্টব্য : Amales Tripathi, Trade and Finance in the Bengal Presidency 1793-1833; Appendix, pp. 273-290; G.A. Prinsep, Remarks on the External Commerce of and Exhanges of Bengal with Appendices and Accounts and Estimates (London, 1823); H.H. Wilson, A Review of the External Commertce of Bengal from 1813-14 to 1827-28, (Calcutta 1830) and H. Furber, John Company at Work, (Cambridge, Mass., 1948).

১৪ বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : Sirajul Islam, 'Contributions of Asian Trade to the Early Transformation of the United States of America' in Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Hum.), vol. 54, No. 1, June 2009, pp.1-25; 'The Yankee Maritime Merchants in India Trade: Their Contributions to American Industrial Revolution 1790-1830", Asiatic Society of Bangladesh Presidential Lecture 29 December 2011.

১৫ ১৭৯০ সন থেকে আমেরিকায় দশমবার্ষিকী লোকগণনা ব্যবস্থা শুরু হয়। প্রথম এই গণনায় আমেরিকার মোট লোক সংখ্যা ছিল চার মিলিয়নের একটু নিচে (৩৯২৯২১৪)।

১৬ উদ্ধৃত : James McCutcheon, "The Asian Dimension in the American Revolutionary Period", in Cedric B. Cowing (ed.), The American Revolution: Its Meaning to Asians and Americans, (Hawaii 19770) p. 89.

১৭ Proceedings of the Supreme Executive Council of Pennsylvania, November 3, 1785, Colonial Records of Pennsylvania, vol. X1V, p.569.

১৮ Henry Lee's Memorandum, Calcutta, October 16, 1812 in Lee Family Papers, Massachusetts Historical Society. হেনরী লী (১৭৮২-১৮৬৭) ব্যবসায় সমস্ত পুঁজি খুইয়ে অবশেষে ভাগ্যান্বষণে কলকাতায় এসে হাজির হন।

১৯ Auction sales list by the auction firm T.K. Jones and Co Auctioneer, Baker Library, Harvard.

২০ Vaughan Family Papers, Manuscript No. 83, Massachusetts Historical Society Collections

২১ The Diary of William Bentley, (Salem, Mass. Essex Institute), vol. 3, p. 52.

২২ East India Marine Society, Salem, Susan S. Bean, Yankee India: American Commercial and Cultural Encounters with India in the age of Sail, 1784-1860, (Peabody Essex Museum, Salem, 2001), pp. 27-28.

২৩ Essex Register, 17 October 1825.

২৪ আরো বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য : সিরাজুল ইসলাম, The Yankee Maritime

Merchants in .India Trade: Their Contributions to American Industrial Revolution, 1790-1830, (Presidential Lecture at Asiatic Society of Bangladesh, 29 December 2011); The Cargo and Culture of the New Englanders' Voyages to Calcutta, 1785-1850 in Journal of the Asiatic Society of Bangladesh , Journal of the Cargo and Culture of the New Englanders' Voyages to Calcutta 1785-1850; America's Maritime Contact with Bengal 1785 – 1870: Commerce, Competition, Knowledge, Golden Jubilee Lecture 24 October 2002.'

২৫ For names of Boston Associates, see Robert F. Dalzell, EnterprisingElite: Boston Associates and the World they made, (Harvard University 1987), pp 28-29.

Lowell (owner of India Wharf), Patrick Tracy, Jackson (brother in law of Lowell), James (Jackson's brother), James (Jackson's brother), Charles (Jackson's brother), Nathan Appleton, Samuel Appleton, John Gore, Israel Thorndike (senior), Meria Gotting (Lowell's partner in IndiaWharf).

Authorised limit of capital 400,000.00 Dollars

২৬ Vera Shlakmen, Economic History of a Factory Town: A Study of Chicopee, Massachusetts, 1935.

২৭ Kenneth Wiggins Porter, The Jacksons and the Lees, vol. 1, pp. 765-768; (Harvard University Press, 1937), pp. 765-768.

২৮ Bernard Bailyn et.al., The Great Republic, (Heath and Company, 1977, p.395.

২৯ এ ফ্রিগেট নির্মাণে অর্থ দান করেন তেরজন ভারত বণিক। দানের পরিমাণ অনুসারে তাঁদের নাম যথাক্রমে বেঞ্জামীন পিকম্যান, উইলিয়ম গ্রে, ইলিয়াস হাসকেট ডাবী, জন সরিস, ইশাবোধ নিকোলাস, জন ডাবী, ইজেকেল ডাবী, ই. এইচ. ডাবী (জুনিয়ার), নেথানিয়েল ওয়েস্ট, রিচার্ড ডার্বী, ক্লিফোর্ড ক্রাউনিনশিল্ড, বেঞ্জামীন হজেজ ও সেম্যুয়েল পোপস। Source: Howard Corning, 'Salem Men in the Early Nineteenth Century', Essex Institure Historical Collections, LXXV (January 1939).

৩০ See Crowninshield's memorandum to U.S. President Thomas Jefferson, January 29, 1805, in Jefferson MSS, State Department Archives, 1805.

৩১ James McCutcheon, "The Asian Dimension in the American Revolutionary Period", in The American Revolution: Its Meaning to Asians and Americans, ed. by Cedric B Cowing (Honolulu, Hawaii, 1977), p. 89.

৩২ Richard Feffrey Cleveland, Voyages and Commercial Enterprises of Sons of New England, (First published, New York 1857, reprinted edition, 1968), 124-25.

৩৩ Jacob Bigelow's Journal, 1811-12, at Massachusetts Historical Society, Boston.

৩৪ Norton to Charles H. Mill, 10 February 1850, See Norton Papers at Houghton Library, Harvard.

৩৫ Norton to Longfellow, Calcutta 21 October 1849, Norton Papers. Peabod

Museum, Salem.

৩৬ Samuel Eliot Morison, The Maritime History of Massachusetts, 1783-1860, (Harvard University Press, 1921), p.285.

৩৭ দ্রষ্টব্য : Sirajul Islam, Contributions of Asian Trade to the Early Transformation the United States of America, President's Inaugural Lecture, 3 January 2009, Asiatic Society of Bangladesh.

৩৮ Abu Taher Majumdar, Sir William Jones : Glimpses into Eighteenth Century Critical Thoughts, (1992), p. 28.

৩৯ George Baghot, Americans in India (1784-1860), (New York 1970), pp.117-18.

৪০ Samarjit Chakraborti, The Bengali Press (1818-1868): A Study in te Growth of Public Opinion, (Calcutta 1976), p. 7.

৪১ Louis K. Harnett, "Emerson and the Bhagavad-Gita'; Ariel, VII (May 1907); Arthur Christy, The Orient in American Transcentalism, (New York, 1932) (New York, 1932 .

৪২ Satya S. Pachori, Emerson's Essay on "Illusions" and Hindu Maya, Kyushu American Literature, No. 18, October 1977, pp.45-51.

এই প্রবন্ধটি "ইয়াংকী বণিকদের বঙ্গবাণিজ্য ও প্রাচ্য চর্চা" শিরোনামে বাংলা একাডেমির ৫৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ৩রা ডিসেম্বর ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত, বিতরিত ও লেখক কর্তৃক পঠিত। প্রাবন্ধিকের অনুমতিক্রমে বৃহত্তর গবেষক-পাঠকের জন্য প্রাসঙ্গিক চিত্র সংযোজনপূর্বক নতুন বিন্যাস ও শিরোনামে মুদ্রিত হলো।